দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 NOV 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

আজকালের মধ্যে চিঠি দেবে মন্ত্রণালয়

# বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের খণ্ডকালীন চাকরির সুযোগ থাকবে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সংবাদিকতাসহ সব খণ্ডকালীন চাকরির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করায় শিক্ষাবিদসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন এ সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। পৃঃ ১১ কঃ ৫

## বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের

১২-এর পৃষ্ঠার পর

গত ১১ অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের খণ্ডকালীন চাকরির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। গত শনিবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য সাংবাদিক সমিতিকে জানানো হয়। অন্যথায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে অবহিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এদিকে গতকাল (রোববার) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। অপরদিকে মন্ত্রণালয়ও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে দু'একদিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চিঠি দেবে বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম বলেন, এ আইন সম্পর্কে ইউজিসি কিছু জানেনা। তবে আমার কাছে এ আইন অস্বাভাবিক ও অবাক করা কাণ্ড মনে হচ্ছে। কি কারণে এই আইন জারি করা হয়েছে তা জানি না। অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা যদি খণ্ডকালীন চাকরিতে জড়িত থাকে, তবে এ থেকে শিক্ষার্থীরা অনেক জ্ঞান অর্জন করবে। বিষয়টি মন্ত্রণালয় দেখবে। কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর এম আসাদুজ্জামান বলেন, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষার্থীদের জন্য খণ্ডকালীন চাকরির ব্যবস্থা আছে। আমি অনেক শিক্ষার্থীকে পার্ট টাইম জবের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আর সাংবাদিকতা আইন করে বন্ধ করা অনৈতিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ বলেন, শিক্ষার্থীদের জন্য আমরাই যেখানে খণ্ডকালীন চাকরির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি সেখানে এটা নিয়ে আর কি বলবো। সরকারের নির্দেশিত এ ধরনের চিঠি এখনও আমরা পাইনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মুসতাক আহমেদ বলেন, স্বরনকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্টিং করে আসছে এখানকার শিক্ষার্থীরা। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের এ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা উচিত। এদিকে গতকাল বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক ফেডারেশন এক বিবৃতিকে সরকারের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছে। এছাড়া শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ক্লাব, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন পৃথক বিবৃতিতে এ সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবী জানিয়েছে।

এদিকে জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই আইন প্রত্যাহার করে আজ অথবা কাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চিঠি পাঠাবে বলে জানা গেছে। এদিকে আমাদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানিয়েছেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকদের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এম বদিউল আলমের সাথে সাংবাদিক সমিতির সদস্যদের বৈঠকের পর তিনি এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। এসময় চবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী, প্রক্টর ড. মোঃ জসিম উদ্দিন, সাংবাদিক সমিতির এহসান হাবেল এবং সেক্রেটারি রিয়াজ রায়হানসহ কর্মরত সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।